

# Alaka\*

(Meghadut)

Jibanananda Das

[Translated by: A.H. Jaffor Ullah]

Hey cloud, like you, the palace in Alaka is my yen,  
Lightning-like charming gals do grace that place !  
Like a rainbow, palaces are conspicuously present there,  
Like a transparent jewel, moisture-laden cloud rises up there !  
In palace chamber, cloud-like drum accompanies the music,  
Piercing the sky, like firmament, the palace is just wondrous !

Ladies holding lotus in a playful mood, Kunda-flower grace their hair,  
Shirish flower beautifying their ear - hanging like a ring !  
Paste of Lodhra flower pollen whitened their face.

Freshly bloomed Kurubak from Madhabi forest cover their head  
In the parting line of hair, maidens place a golden kodombo flower,  
Accompanying her lover, Yaksha girl indulges in amorous frolic !

Bushes and shrubberies are laden with fresh flower making bees busy as ever !  
The forest is abuzz with lilting sound,  
In Alaka, freshly blossomed lotuses float on the lake,  
Like a girdle, restive swans swim steadily there !  
A pleasant sight awaits while tamed peacock screams--  
A full moon peaks in the sky erasing all the darkness of nighttime.

There, they shed tears only because of ecstasy, no glum anywhere nearby,  
No affliction of body excepting one caused by cupid's arrow !  
No estrangement emanates there from lover's sweet quarrel,  
That faraway place is the abode of all desire - the land of Elysium !  
The body here is not worn out smitten by infirmity--  
Men and women are busy as ever making merriment -  
an eternal youthful look they have all!

\* Alaka is located high up in the Himalaya where Yakshas (Jakha) live. The Sanskrit Poet Kalidasa immortalized Alaka through his poetry collection named "Meghaduta." As per

folk lore, inhabitants of Alaka are eternally youth with no disease or earthly worry. This poem by Jibanananda Das highlights this lore.

## অলকা

(মেঘদূত)

জীবনানন্দ দাশ

ওগো জলধর, তোমারি মতো সে কাম্য অলকাপুরী,  
বিদ্যুৎসম ললিত ললনা শোভে তার বুক জুড়ি !

ইন্দ্রচাপের মতো বিরাজিছে চিত্রসৌধরাশি,  
মেঘবারিসম স্বচ্ছ মানিক ওঠে সেথা পরকাশি !  
প্রাসাদকক্ষে সংগীতধ্বনি মেঘমৃদঙ্গসম,  
আকাশচুম্বী অশ্রেরি মতো সে পুরী তুঙ্গতম !

সেথা, নারীর হস্তে লীলাউৎপল, চিকুরে কুন্দফুল,  
কর্ণে তাদের শোভে নিরুপম শিরীষ-কুসুম-দুল !

আনন তাহার করিছে শুভ্র লোধরেণুকা মাখি  
মাধবীবনের নব কুরুবকে চূড়াপাশ দেছে ঢাকি !  
সিঁথিসীমন্ত সাজায়েছে বালা হেম কদম্ব দিয়া,  
প্রিয়ের সঙ্গে বিহার করিছে সেথায় যক্ষপ্রিয়া !

তরুরাজি সদা পুষ্পফুল্ল - মহাবিহ্বল অলি !

মধুগুঞ্জে নিত্য রহিছে মুখর বনস্থলী,

সেই অলকার সরোরুহে সদা কমল রয়েছে ফুটে,  
মেখলার মতো চারুচঞ্চল মরাল যেতেছে ছুটে !

মনোরম সেথা ময়ূরকলাপ - পোষা ময়ূরের কেকা -  
তিমিরবিহীন যামিনী জুড়িয়া জোৎস্না দিতেছে দ্যাখা !

অশ্রু সেথায় ক্ষরে আনন্দে, নাহিকো বিষাদভার,  
মদনশরের দাহন ব্যতীত পীড়ন নাহি রে আর !

প্রণয়কলহ ব্যতীত সেথায় বিরহ কভু না ঘটে,  
সেই সে সুদূর কামনকার পুর -কল্পলোকের তটে !

জরার প্রহারে অঙ্গ কখনো জর্জল নাহি হয়-  
নরনারী সেথা প্রমোদমুখর - চিরযৌবনময় !

কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের অগ্রস্থিত কবিতা গুচ্ছ হতে নেয়া।